অক্ষরবৃত্ত ছন্দ

অভিজিৎ মাইতি
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
মহীতোষ নন্দী মহাবিদ্যালয়
জাঙ্গীপাড়া, হুগলী

সংজ্ঞা

যে ছন্দের মুক্তদল একমাত্রার, রুদ্ধ দল শব্দের শুরুতে ও মাঝে একমাত্রার এবং শেষে দুই মাত্রার হয়, প্রতিটি পূর্ণ পর্ব সাধারণত আট-দশ-বারো মাত্রার হয় এবং যে ছন্দের লয় ধীর তাকে অক্ষরবৃত্ত ছন্দ বলা হয়।

নামকরণের বৈচিত্র্যে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর – পয়ারছন্দ।
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় – মিতাক্ষর ছন্দ।
অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় – তানপ্রধান ছন্দ।
প্রবোধচন্দ্র সেন – অক্ষরবৃত্ত, মিশ্রকলাবৃত্ত, মিশ্রবৃত্ত ছন্দ।
মোহিতলাল মজুমদার – পদভূমক ছন্দ।
কালিদাস রায় – অক্ষরমাত্রিক
তারাপদ ভট্টাচার্য – অক্ষরবৃত্ত ছন্দ

বৈশিষ্ট্য

প্রথমত, অক্ষরবৃত্ত ছন্দের প্রত্যেক মুক্তদল একমাত্রার। রুদ্ধ দল শব্দের শুরুতে ও মাঝে থাকলে একমাত্রার এবং শেষে থাকলে দুই মাত্রার হয়। একক রুদ্ধদল, অর্ধস্বর বা দ্বিস্বর দুইমাত্রা হিসাবে ধরা হয়।

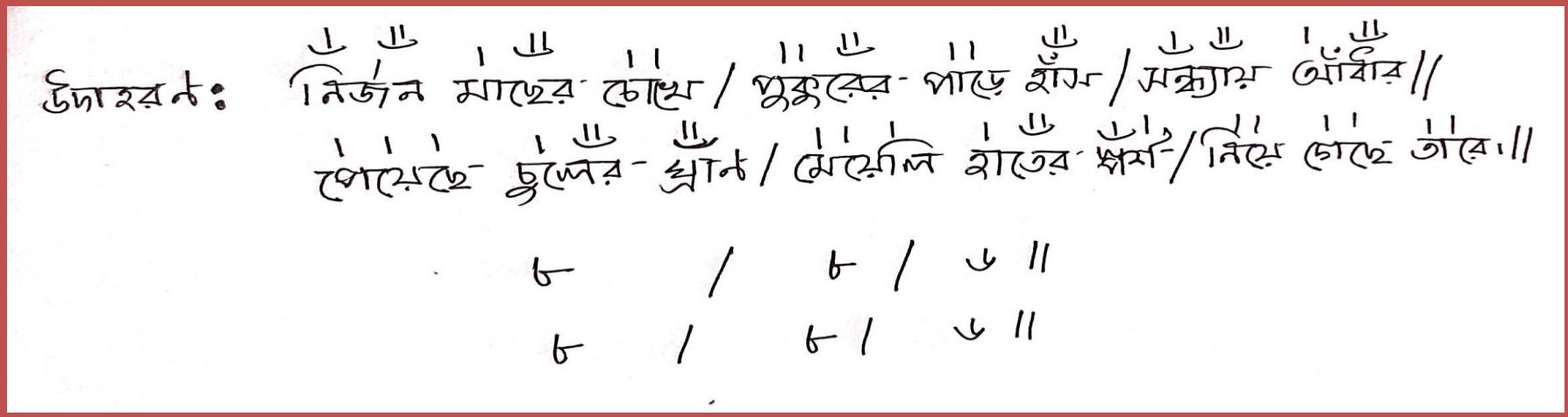

দ্বিতীয়ত, অক্ষরবৃত্ত ছন্দের পূর্ণ পর্ব সাধারণত আট, দশ এবং বারো মাত্রার হয়। যদিও চার চার করে মাত্রা যোগ করে খুব বড় পর্বের পূর্ণ পর্বও দেখা গেছে। এমনকি ত্রিশ মাত্রার পূর্ণ পর্বেও কবিতা লেখা হয়েছে এই ছন্দে।

তৃতীয়ত, এই ছন্দের মধ্যে একধরনের একটানা তান লক্ষ্য করা যায়। তাই একে তানপ্রধান ছন্দ বলা হয়।

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস ভনে শুনে পুণ্যবান।।

চতুর্থত, অক্ষরবৃত্ত ছন্দের মধ্যে একধরনের শোষণশক্তিকে আবিষ্কার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অর্থাৎ এই ছন্দে যেহেতু একটানা তান লক্ষ্য করা যায় তাই একটা নির্দিষ্ট মাত্রার মধ্যে একাধিক ধ্বনির প্রবেশ সম্ভব। যেমন,

‘মহাভারতের কথা অমৃতসমান।
কাশীরাম দাস ভনে শুনে পুণ্যবান।।

যেমন, ‘পাষাণ মিলায়ে যায় গায়ের বাতাসে’ এখানে ১৪টি মাত্রা থাকলেও ব্যঞ্জনধ্বনি আছে ১৪টি এবং স্বরধ্বনি আছে ১১টি। আবার ‘দুর্দান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত’ – এখানে ১৪টি মাত্রা থাকলেও ব্যঞ্জনধ্বনি আছে ২৩টি এবং স্বরধ্বনি আছে ১৪টি। এই অতিরিক্ত ধ্বনিগুলোকে শোষণ করে নেওয়ার মতো স্থিতিস্থাপকতা এই ছন্দের মধ্যে আছে।

পঞ্চমত, এই ছন্দরীতি ধীর লয়ের ছন্দ।

ধন্যবাদ